এনসিপির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে শিশু পরিবারে ইফতার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের সঙ্গে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের প্রাঙ্গণে জেলা শাখার উদ্যোগে সেখানে বসবাসরত শিশুদের সঙ্গে আন্তরিক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, মো. তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব তৌহিদ রবিন, আব্দুস সালাম, মোহা. দারুস সালাম, ইব্রাহিম হোসেন, তাহসিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইফতার মাহফিলে নেতৃবৃন্দ শিশুদের সঙ্গে একই সারিতে বসে ইফতার করেন এবং তাদের পড়াশোনা, দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। শিশুদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তারা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রকৃত শক্তি কেবল নির্বাচনী কার্যক্রমে নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত। বর্ষপূর্তির এই বিশেষ দিনে এতিম ও অসহায় শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানো হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। শিশুদের মুখে হাসি ও সবার মাঝে একাত্মতার অনুভূতিতে দিনটি হয়ে ওঠে আবেগঘন ও স্মরণীয়।

মেহেরপুরে অনুর্বর জমিতে উৎপাদনশীল উদ্ভাবিত বার্লির মাঠ দিবস

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার বারাদীতে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসি খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ, কৃষি বিজ্ঞানী মামুন হোসেন প্রমুখ।

এসময় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী বার্লির নতুন জাতের চাষ পদ্ধতি ও এর সুফল সম্পর্কে জানতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন এই জাতটি খোসামুক্ত গমের মতো, যা অনুর্বর ও লবণাক্ত জমিতেও চাষযোগ্য। স্বাস্থ্যসম্মত ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসমৃদ্ধ এই বার্লি ডায়াবেটিস আক্রান্ত এবং ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত থাকতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি ফসল।

ফসলটি চাষাবাদে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না। আগে হুলযুক্ত খোসার কারণে চাষিরা বার্লি চাষে আগ্রহ হারালেও নতুন উদ্ভাবিত বার্লিতে সেই সমস্যা নেই। ফলে নতুন এ জাতের বার্লি চাষ সম্প্রসারণে গবেষণা কেন্দ্রে বীজ উৎপাদন ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

ইতোমধ্যে ফসলের প্রজনন, প্রশিক্ষণ, মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মেহেরপুর এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মেহেরপুরে কালব’র ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সহযোগিতায় শনিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌর কলেজের হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি মোহা. মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালব ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালব “গ” অঞ্চলের ডিরেক্টর অধ্যক্ষ শেখ শহিদুল ইসলাম এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা জেলা ব্যবস্থাপক মি. সুজয় কুমার বসু।

সভায় ইউনিয়নের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। বক্তারা সমবায়ের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা ও সঞ্চয় বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের নাসিমা আনিস পেলেন

বাংলা একাডেমির কথাসাহিত্য পুরস্কার

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য আজ এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। জেলার কৃতি কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিস অর্জন করলেন দেশের অন্যতম সম্মানজনক স্বীকৃতি— বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫। তিনি এবার কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেন।মেহেরপুরে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করছেন। এ অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মেহেরপুরবাসীর জন্য এক অনন্য সম্মান ও আনন্দের উপলক্ষ।

নাসিমা আনিস মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহ্যবাহী বল্লভপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমানের সহধর্মিণী। পারিবারিকভাবেও তাঁদের সন্তানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিপূর্বে মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০২১)পান।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এবার ৯ জনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখায় ৯ বিশিষ্টজনকে এই পুরষ্কার তুলে দেন ।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ প্রাপ্তরা হলেন-কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিস; প্রবন্ধ/গদ্যে সৈয়দ আজিজুল হক; শিশুসাহিত্যে হাসান হাফিজ; অনুবাদে আলী আহমদ; গবেষণায় মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান; বিজ্ঞানে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও মুক্তিযুদ্ধ মঈদুল হাসান।

কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিসের অবদান দীর্ঘদিনের। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজবাস্তবতা, মানবিক টানাপোড়েন, নারীর আত্মসংগ্রাম ও সময়চেতনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। “কাঞ্চনের জন্য ভালোবাসা”, “চন্দ্রভানুর পিনিস”, “বৃহন্নালা বৃত্তান্ত”, “সূর্য ওঠার সময়”, “কুয়াশা কুয়াশা ভোর”, “স্বপ্ন আমার বাঁচবো”, “মোহিনীর থান”, “কিডনির কারবার” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর গল্প “কয়লা নামে কোনো জায়গা নেই” সমকালীন সাহিত্যে একটি

গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকার ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর প্রেরণার উৎস ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে তিনি বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ‘আবু রুশদ সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন (২০২৪), যা তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিসকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর সাহিত্যসাধনা আরও সমৃদ্ধ হোক, বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তাঁর কলমে হোক আরও আলোকিত—এই প্রত্যাশা রইল।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার দায়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের রেজাউল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামে নিজ স্ত্রী জাহানারা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন রেজাউল ইসলাম। হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে লাশ গোপন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর গল্প

দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়।

পুলিশি তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে নিহত নারীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসে। পাশাপাশি প্রতিবেশী ও স্বজনদের সাক্ষ্য এবং আসামির আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অপরাধ প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে রেজাউল ইসলাম জানান, বিবাহের ২৫ বছর পরও স্ত্রীর পরকীয়া সংক্রান্ত সন্দেহ ও পারিবারিক বিরোধের জেরে তিনি এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। প্রথমে ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করলেও পরে সত্য স্বীকার করেন।

রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে।

জনবিরোধী সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হবে: এমপি তাজউদ্দীন খান

সকলকে সঙ্গে নিয়ে মেহেরপুরে জনবিরোধী সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান।

বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রিয় দেশটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই। তারই অংশ হিসেবে এই হাসপাতাল পরিষ্কার অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

পাশাপাশি তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট দূরীকরণ এবং নতুন ভবন দ্রুত চালুর আশ্বাস দেন। এছাড়াও হাসপাতালকে দুর্নীতি ও দালালমুক্ত করার ঘোষণা দেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবীর, জেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানাসহ জামায়াতের নেতাকর্মীরা। তারা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মেধায় ৭৬, সাধারণে ১৬২ জনের বৃত্তি লাভ, জেলায় সেরা সন্ধানী

২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এ বছর দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে মোট ৪৬ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে। এর মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ৩১ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থী।

মেহেরপুর জেলায় এ বছর মেধাবৃত্তিতে ৭৬ জন শিক্ষার্থী কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ২৭ জন, গাংনী উপজেলায় ৪৩ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ বৃত্তিতে জেলায় মোট ১৬২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৫৮ জন, গাংনী উপজেলায় ৯১ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে এ বছর মোট ৮২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৩ জন মেধাবৃত্তি এবং ৩১ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করে। সব মিলিয়ে ৫৪ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি জেলার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৩১ জন মেধাবৃত্তি এবং ১০ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। জিনিস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে

১৭ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি এবং ২৪ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন মেধাবৃত্তি ও ৩ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন সাধারণ বৃত্তি, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ জন সাধারণ বৃত্তি এবং কে আর আর এস উচ্চ বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষার্থী সাধারণ বৃত্তি অর্জন করেছে। জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

মেধাবৃত্তিতে সি.এফ.এম স্কুল থেকে ২ জন, হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরাসউদ্দিন সেকেন্ডারি স্কুক থেকে ৩ জন, গাংনী পাইলট (মডেল) সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৪ জন, সাহেবনগর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, রায়পুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, ভাটপাড়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন এবং বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৪ জন ও আরও ২ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি অর্জন করেছে।

সাধারণ বৃত্তিতে মিকোশিস সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, করমদি সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, হারিয়াদহ মহিষাখোলা সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরাসউদ্দিন সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, এইচ.বি. সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৪ জন, বেতবাড়িয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, গাংনী পাইলট (মডেল) সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯ জন, বাওট সোলাইমানী সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, জোড়পুকুরিয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৬ জন, গারাডোব সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, সাহেবনগর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৪ জন, বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, যুগীরগোফা সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, রায়পুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, কুমারিডাঙ্গা সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, ভাটপাড়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড জুনিয়র হাই স্কুল থেকে ৩ জন, বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৬ জন ও আরও ৩ জন, এম.এইচ.এ. সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল থেকে ১ জন এবং মোহাম্মদপুর আদর্শ হাই স্কুল থেকে ১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মেধাবৃত্তিতে জয়পুর তারানগর হাই স্কুল থেকে ২ জন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন, দারিয়াপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল থেকে ১ জন এবং গোপালনগর গার্লস স্কুল থেকে ২ জন শিক্ষার্থী কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সাধারণ বৃত্তিতে

জয়পুর তারানগর হাই স্কুল থেকে ৩ জন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৪ জন, বাগোয়ান সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি থেকে ২ জন, মহাজনপুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন এবং গোপালনগর গার্লস স্কুল থেকে ১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

এ সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ফলাফল অর্জনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি সন্ধানী সংস্থা কৃতজ্ঞ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। কল্যাণ সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সমস্যার বিষয়গুলো পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন।

পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়া জেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে পিআরএল (অবসরোত্তর ছুটি) গমনকারী পুলিশ সদস্যদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা

উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা ১১০ টাকা, সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ

মেহেরপুরে চলতি বছরের জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ হার নির্ধারণ করে।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ফিতরা ও জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইদ্রিস আলী, সাইফুর ইসলাম, আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ।

সভায় জানানো হয়, স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় শরিয়াহসম্মতভাবে এ হার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফিতরা আদায়ের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাটকা বিক্রি ও অবৈধ মাটি কাটায় জরিমানা

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য ভোক্তাদের কাছে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে বড়বাজার মাছের আড়তে অভিযান চালানো হয়। এ সময় জাটকা মাছ বিক্রির অপরাধে একজন বিক্রেতাকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর ৫(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ১১ কেজি ২০০ গ্রাম জাটকা জব্দ করে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার জিম্মায় সরকারি শিশু পরিবারে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর হাসপাতাল রোড এলাকায় পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফোর্সসহ চোরাচালানবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে ১২টি যানবাহন তল্লাশি করা হয়।

একই দিনে আমঝুপি ইউনিয়নের রামনগর এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৫(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবীর আনসারীর নেতৃত্বে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মেহেরপুর ও মেহেরপুর পুলিশ ফোর্সের সমন্বয়ে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ হাটে বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে পোল্ট্রির দোকানে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারা এবং কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ১৯(১) এর ঙ ধারায় দুই ব্যবসায়ীকে ৫০০ টাকা করে মোট ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।